দামুড়হুদায় বৃদ্ধাকে ধর্ষণের অভিযোগে যুবক আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ৭১ বছর বয়সী এক বৃদ্ধাকে ধর্ষণের অভিযোগে তরিকুল ইসলাম (২০) নামে এক যুবককে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

অভিযুক্ত তরিকুল উপজেলার ইব্রাহিমপুর গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, গত ২০ মে বুধবার দুপুরে উপজেলার ইব্রাহিমপুর গুচ্ছগ্রামের বাসিন্দা ওই বৃদ্ধা মেয়ের বাড়ি রামনগর থেকে একা বাড়ি ফিরছিলেন। পথে ইব্রাহিমপুর উত্তরপাড়ার যুবক তরিকুল তাকে সাহায্যের কথা বলে সঙ্গে নেয়। পরে মেন্দের মাঠ এলাকায় (ইব্রাহিমপুর পার্কের পেছনে) নিয়ে গিয়ে তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী।

ঘটনার পর অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার দামুড়হুদা থানায় মামলার প্রক্রিয়া চলছিল। এদিকে ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে একটি মহল মীমাংসার চেষ্টা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

এ বিষয়ে ওসি শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, “ভুক্তভোগী বৃদ্ধা নিজেই বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছেন। আসামিকে গতকালই চুয়াডাঙ্গা আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।”

ধর্ষণ মামলার বাদিকে আদালতে

যেতে বিএনপি নেতার বাঁধা, মারধরের অভিযোগ

আদালতে যাওয়ার সময় এক নারীকে মারধর ও আটকে রেখে নির্যাতন করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিএনপি নেতা নুর ইসলাম খোকনের বিরুদ্ধে।

গতকাল রবিবার সকালে নিজ বাড়িতে হামলার শিকার হন তিনি। পরে তাকে ধরে নিয়ে একটি দোকানে আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামে।

বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় আজ সোমবার ভুক্তভোগী নারীর স্বামী ইসরাফিল শেখ বাদী হয়ে গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

অভিযুক্ত নুর ইসলাম বাহাগুন্দা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

অভিযোগ ও ভুক্তভোগীর পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রবিবার সকালে ভুক্তভোগী ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন মামলার হাজিরা দিতে আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় ওই মামলার আসামি একই গ্রামের বাসিন্দা সিরাজ আলীর পক্ষ নেন নুর ইসলাম ও কয়েকজন। আসামি সিরাজ, অভিযুক্ত নুর ইসলামসহ কয়েকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে বাড়িতে ঢুকে নারীকে মারধর শুরু করেন।

একপর্যায়ে তাকে টেনেহিঁচড়ে পার্শ্ববর্তী যুগিন্দা বাজারে সিরাজের দোকানে এনে আটকে রাখা হয়। এখানে লাঠিসোটা দিয়ে নুর ইসলাম ও তার অনুসারীরা মিলে শারীরিক নির্যাতন চালান।

স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, নুর ইসলামের ভয়ে তখন কেউ প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করার সাহস পাননি। পরে ভুক্তভোগীর বড় ভাই দেলোয়ার হোসেন খবর পেয়ে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন দিলে গাংনী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক আতোয়ার রহমান ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে তাকে উদ্ধার করেন। প্রথমে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলেও অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মারধরের অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে নুর ইসলাম দাবি করেন, ওই নারীর চরিত্র ভালো নয়। একটি অসামাজিক কাজের বিচার করার জন্য তাকে ডাকা হয়েছিল। মারধরের বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তিনি এর দায় আলপনার স্বামী ইসরাফিল শেখের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

তবে স্থানীয় সূত্রে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঘটনার সময় তার স্বামী আম পাড়তে বাগানে ছিলেন। আইনি পদক্ষেপের তোয়াক্কা না করে নুর ইসলাম আরও বলেছেন, সামাজিক সালিসই সঠিক। এ বিষয়ে তারাও পুলিশ সুপারের কাছে যাবেন ও মানববন্ধন করবেন।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের ভাষ্য, দুপক্ষের সম্মতি থাকলে সামাজিক সালিস উত্তম। তবে সালিসের নামে মারধর করা স্পষ্ট ফৌজদারি অপরাধ। এতে জড়িত ব্যক্তি বিএনপির ছোট নেতা হোক আর শীর্ষ নেতা হোক, কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। দলের নাম ভাঙিয়ে কেউ এমন ঘটনা ঘটিয়ে থাকলে অভিযোগের ভিত্তিতে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অন্যদিকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট মামলার নথি না দেখে সেটি রায় নাকি হাজিরার দিন ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

সার্বিক আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার দাস জানিয়েছেন, এই ঘটনায় আজ সোমবার ভুক্তভোগীর পক্ষ থেকে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গোয়ালপাড়া গ্রামে পারিবারিক কলহের জের ধরে সাগরিকা আক্তার বুলবুলি নামের এক গৃহবধুকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামী শিমুল মিয়ার বিরুদ্ধে। এ ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে

অভিযুক্ত স্বামী।

রোববার (২৪মে) ভোররাতে সদর উপজেলার গোয়ালপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত সাগরিকা আক্তার বুলবুলি সদর উপজেলার করিমপুর গ্রামের ইন্তাজ আলী বিশ্বাসের মেয়ে এবং পলাতক স্বামী শিমুল হোসেন একই উপজেলার গোয়ালপাড়া গ্রামের রহিম মিয়ার ছেলে।

নিহতের পিতা ইন্তাজ আলী বিশ্বাস অভিযোগ করেন, বেশ কয়েকদিন ধরে শিমুল তার স্ত্রী বুলবুলিকে মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করে আসছিলো। বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য চাপও দিচ্ছিলো। এর আগের মারধর করার কারণে বুলবুলি বাবার বাড়িতে চলে যায়। গত ৩ দিন আগে শিমুল তাকে নিয়ে বাড়িতে আসে।

শনিবার গভীর রাতে বুলবুলিকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে শিমুল। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থা রোববার ভোররাতে মারা যায় বুলবুলি।

এ ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে অভিযুক্ত স্বামী শিমুল হোসেন। হত্যাকারী শিমুল হোসেনকে গ্রেফতার করে শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্বজনরা।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আসাদউজ্জামান বলেন, ঘটনার সংবাদ শুনে আমি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। আসামী গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

হতাশা আর দুশ্চিন্তায় স্বজনরা, থানায় অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পুরাতন মটমুড়া গ্রামের আকাশ উদ্দিন নামের এক আদম ব্যবসায়ীর লোভনীয় ও মিথ্যা প্রলোভনে পড়ে সৌদি আরবে গিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ৭ যুবক।

সৌদির আকামাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় একটি ঘরে আটক অবস্থায় রয়েছেন তারা। সারাদিনে একবার খাবার পেলেও পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো মাধ্যম নেই। সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থান থেকে পৃথক পৃথক ভিডিও বার্তায় তারা তাদের কষ্টের কথা জানিয়েছেন।

খোঁজখবর না পেয়ে স্বজনরাও এখন দিশেহারা। আদম ব্যবসায়ী মটমুড়া গ্রামের নাসির উদ্দিনের ছেলে আকাশ উদ্দিনের বিরুদ্ধে গাংনী থানা ও পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীদের পরিবার। শনিবার দুপুরে গাংনী থানায় এসে অভিযোগ করেন তারা।

অভিযোগে জানা গেছে, আরামদায়ক কাজ, ভালো বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার মিথ্যা প্রলোভনে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের বিদ্দুসের ছেলে লিংকন, জাহিদুল ইসলামের ছেলে সজিব, আনারুল ইসলামের ছেলে বাসারুল ইসলাম, কোদালকাটি গ্রামের সেলিম রেজার ছেলে তাইমুদ্দিন, সিন্দুরকোটা গ্রামের আজগর আলীর ছেলে শুরুজ আলি, মটমুড়া গ্রামের নাইম ও জিনারুল ইসলামসহ অনেক যুবককে সৌদি আরবে নিয়ে যান পুরাতন মটমুড়া গ্রামের নাসির উদ্দিনের ছেলে আকাশ উদ্দিন।

সিন্দুরকোটা, কোদালকাটিসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে ৭ মাস আগে প্রত্যেকের সঙ্গে সাড়ে ৫ লাখ টাকায় চুক্তি করে ৯ যুবককে সৌদি আরবে নিয়ে যান আকাশ। সেখানে নিয়ে গিয়ে তাদের একটি ঘরে আটকে রাখা হয়। পরে ওই যুবকদের পরিবারের কাছে আরও ৫০ হাজার টাকা দাবি করেন আকাশ। সন্তানের কষ্ট দেখে প্রত্যেক পরিবার আবারও ৫০ হাজার টাকা করে দেন। সেই টাকা নিয়ে সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে আসেন আকাশ।

ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর অভিযোগ, আকামাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঠিক করে কাজে লাগানোর কথা থাকলেও সাত মাস পার হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত তাদের কোনো কাজ দেয়নি দালাল আকাশ। এখন পরিবারের সদস্যরা ছেলেদের খোঁজ নিতে আকাশের বাড়িতে গেলে তিনি তাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং বিদেশে মেরে ফেলার হুমকি দেন।

ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা জানান, তাদের সন্তানরা এখন বিদেশের মাটিতে বোতল কুড়িয়ে বিক্রি করে জীবনযাপন করছেন। বিভিন্ন গোপন স্থান থেকে ভুক্তভোগী ৭ যুবক ভিডিও পাঠাচ্ছেন পরিবারের কাছে। দালালের লোকজন তাদের একটি ঘরে আটকে রেখে দিনে একবেলা খাবার দিচ্ছে। তারা এখন মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

সন্তানের ছবি বুকে নিয়ে কাঁদছেন মা-বাবা ও স্বজনরা। তারা নিজেদের সন্তানদের চুক্তিমতো কাজ ও ভালো বেতন নিশ্চিত করার পাশাপাশি মানব পাচারকারী আকাশ দালালের বিচার দাবি করেছেন। গত শনিবার গাংনী থানায় পৃথকভাবে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। এছাড়া মেহেরপুরের পুলিশ সুপারের কাছেও অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে আকাশ উদ্দিন বলেন, “তাদের আমি বিদেশে পাঠিয়েছি। আমি সৌদি আরবে ছিলাম, এখন বাড়িতে চলে এসেছি। তবে তারা কষ্টে নেই। চুক্তি অনুযায়ী তাদের তিন মাসের আকামা করে দিয়েছি।”

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার জানান, পাঁচজন ভুক্তভোগী থানায় এসে আকাশ নামের এক আদম ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছেন। ভুক্তভোগীদের আবেদনের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হবে।

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় বলেন, বিদেশে নিয়ে যেসব যুবকদের হয়রানি করা হচ্ছে, তাদের পরিবার অভিযোগ দিলে ভুক্তভোগীদের সর্বাত্মক সহায়তা দেওয়া হবে।

মেহেরপুরের পূর্ব সিংহাটিতে চায়না কমলার গাছ পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার পূর্ব সিংহাটি গ্রামের বাঘমারা মাঠে শত্রুতামূলকভাবে চায়না কমলার গাছ পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পাশ্ববর্তী জমির মালিক রবিউল ইসলামের বিরুদ্ধে। গত বুধবার বিকেলে জমির মালিক সেনাসদস্য তরিকুল ইসলাম এ অভিযোগ করেন।

ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা যায়, প্রায় সাত বছর আগে তরিকুল ইসলাম ৩১ কাঠা জমিতে চায়না কমলার বাগান গড়ে তোলেন। গত তিন বছর ধরে তিনি ওই বাগানের কমলা বিক্রি করে আসছেন। গত বছর বাগান থেকে তিনি প্রায় ৩ লাখ ৯৫ হাজার টাকার কমলা বিক্রি করেছেন। বর্তমানে প্রতিটি গাছে

প্রচুর পরিমাণে কমলার গুটি এসেছে।

অভিযোগে জানা যায়, গত শনিবার পাশ্ববর্তী জমির মালিক রবিউল ইসলাম তার জমির পরিত্যক্ত ভুট্টা গাছে আগুন দেন। সেই আগুনের লেলিহান শিখা পাশের জমিতে থাকা চায়না কমলার গাছে ছড়িয়ে পড়ে এবং কয়েকটি গাছ পুড়ে যায়।

ভুক্তভোগীর শ্বশুর হাফিজুর রহমান বলেন, গাছ পোড়ানোর বিষয়ে মুঠোফোনে রবিউলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি নিয়ে উচ্চবাচ্য করেন। পরে বুধবার দুপুরের দিকে বাগানের আরও দুটি কমলার গাছ কেটে তছরুপ করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এ বিষয়ে সেনাসদস্য তরিকুল ইসলাম মুঠোফোনে বলেন, “আমি কর্মসূত্রে বর্তমানে ঢাকায় অবস্থান করছি। তবে শত্রুতামূলকভাবে আমার এ ক্ষতি যিনি করেছেন, আমি সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে তার বিচার দাবি করছি।”

অভিযোগের বিষয়ে রবিউল ইসলাম বলেন, “তরিকুল ইসলাম আমার আপন বোনের ছেলে। তাদের সঙ্গে আমার জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ রয়েছে। আমার জমির পরিত্যক্ত ভুট্টা গাছে আগুন দেওয়ার সময় পাশাপাশি জমি হওয়ায় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে আগুনের তাপে তিনটি কমলার গাছ পুড়ে গেছে। তবে আমার বিরুদ্ধে গাছ কাটার যে অভিযোগ উঠেছে তা মিথ্যা। গাছ আমি কাটিনি। তৃতীয় কোনো পক্ষ আমাদের বিরোধকে স্থায়ী করার জন্য এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারে।”

উল্লেখ্য, রবিউল ইসলাম ভুক্তভোগীর শ্বশুর হাফিজুর রহমানের আপন বড় ভাই।

স্থানীয় প্রতিবেশীরা জানান, পারিবারিকভাবে দুই ভাইয়ের মধ্যে জমিজমা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি নন। তবে এ বিরোধের পরিসমাপ্তি কীভাবে হবে, তা নিয়ে এলাকায় আলোচনা চলছে।

[redacted]

[redacted]

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আনোয়ার হোসেনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি কল রিসিভ করেননি।

অভিযোগের বিষয়ে জামায়াতের স্থানীয় নেতাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। বক্তব্য পাওয়া গেলে তা প্রকাশ করা হবে।

পেশাগত কাজে বাধার অভিযোগে ডিসির নিউজ বয়কটের ঘোষণা

সাংবাদিকদের পেশাগত কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহারের প্রতিবাদে একটি অনুষ্ঠান বয়কট করেছেন সাংবাদিকরা। পরে জরুরি সভা করে জেলা প্রশাসকের সকল সংবাদ বয়কটের ঘোষণা দেন তারা।

মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদ আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে যৌন হয়রানি (ইভটিজিং), বাল্যবিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, মাদক, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি প্রতিরোধ, আত্মহত্যা প্রতিরোধ, ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও সার্বিক আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা মঙ্গলবার বেলা ৩টায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার বিকেল ৪টার দিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন।

এতে দীর্ঘ সময় প্রচণ্ড রোদ ও গরমে অপেক্ষা করতে হয় কোমলমতি শিক্ষার্থী, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, আলেম-ওলামা এবং মসজিদের ইমামদের।

বিকেল ৪টার পর অনুষ্ঠান শুরু হলে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে ভিডিও ধারণ করছিলেন। এসময় জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার সাংবাদিকদের ভিডিও ধারণ বন্ধ করতে বলেন এবং দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর

রহমান সাহেলকে উদ্দেশ করে বলেন, “আপনি সাংবাদিক কন্ট্রোল করবেন।” সাংবাদিকদের অভিযোগ, জনসম্মুখে মাইকে এ ধরনের বক্তব্য দিয়ে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

এর প্রতিবাদে সাংবাদিকরা অনুষ্ঠান বয়কট করে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন। পরে তারা দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে জরুরি সভায় মিলিত হন।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক তানজির ফয়সালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে দামুড়হুদা উপজেলায় জেলা প্রশাসকের সকল সংবাদ বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এ বিষয়ে অনুষ্ঠানের সভাপতি ও দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলি বলেন, “বিষয়টি দুঃখজনক।”

আলমডাঙ্গায় পাখিভ্যান চুরির অভিযোগে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

আলমডাঙ্গায় পাখিভ্যান চুরির অভিযোগে দুদু (২২) নামে এক যুবক গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন। নিহত দুদু আলমডাঙ্গা উপজেলার আসাননগর গ্রামের মিজানুরের ছেলে। তিনি দুই সন্তানের জনক। তার এক সন্তানের বয়স মাত্র ৪ মাস।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হাউসপুর গ্রামের হাফিজুরের ছেলে অন্তুর একটি ভ্যান গত শুক্রবার রাতে চুরি হয়। এ ঘটনায় দুদুর বিরুদ্ধে সন্দেহ করা হলে রোববার সকালে সুমন, আশিক, বায়োজিদ, রফিক ও শাকিলসহ কয়েকজন দুদুর বাড়িতে গিয়ে তার মাকে হুমকি দেয়। তারা বলে, “যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই হত্যা করা হবে।”

অভিযোগ রয়েছে, রোববার রাত ৯টার দিকে সংঘবদ্ধভাবে দুদুকে তুলে নিয়ে নির্মমভাবে মারধর করা হয়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে আলমডাঙ্গার হাউসপুর এলাকার শরিফুলের ক্লিনিকে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এরপর অভিযুক্তরা কৌশলে মরদেহটি হাউসপুর

বটতলা এলাকায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ উঠেছে।

পরে রাত ১১টার দিকে আলমডাঙ্গার হাউসপুর ব্রিজের নিচ থেকে দুদুর মরদেহ উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ।

এ ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে এ ধরনের হত্যাকাণ্ডকে স্থানীয় সচেতন মহল মানবাধিকার লঙ্ঘন ও বিচারবহির্ভূত বর্বরতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

জানা গেছে, গত শুক্রবার দুদুর বাড়িতে চারজন যুবক গিয়ে তাকে মৃত্যুর হুমকি দেয়। তারা বলে, “ভ্যান চুরি করেছিস, খুঁজে না পেলে তোকে মেরে দেবো।”

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাণী ইসরাইল বলেন, “আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যে কোনো অপরাধের বিচার আইনের মাধ্যমেই হতে হবে। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনতে পুলিশ কাজ করছে।”

দর্শনার রাঙিয়ারপোতা থেকে স্কুলছাত্রী অপহরণের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন রাঙিয়ারপোতা গ্রাম থেকে দিনের বেলায় এক স্কুলছাত্রী অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। আজ রোববার সকালে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে ওই স্কুলছাত্রী অপহরণের শিকার হয়েছে বলে জানা গেছে।

এ ঘটনায় ছাত্রীর পিতা বাদী হয়ে দর্শনা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। থানা পুলিশ স্কুলছাত্রীকে উদ্ধারে অভিযান শুরু করেছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, দর্শনা থানার রাঙিয়ারপোতা গ্রামের মো. শাহিন মিয়ার মেয়ে পার্শ্ববর্তী সিংনগর গ্রামের একটি

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী। রোববার সকাল ৯টার দিকে স্কুলে যাওয়ার পথে রাঙিয়ারপোতা গ্রামের ঘোনাপাড়া এলাকায় প্রকাশ্যে দিনের বেলায় তাকে জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয় বলে লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

বহু খোঁজাখুঁজির পরও তার কোনো সন্ধান না পাওয়ায় অপহৃত ছাত্রীর পিতা মো. শাহিন মিয়া দুপুরে বাদী হয়ে একই গ্রামের বিল্লাল মিয়ার ছেলে সাজ্জাদ হোসেন (২০)-কে প্রধান আসামি করে দর্শনা থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) মো. হিমেল রানা বলেন, “এ ঘটনায় আমরা একটি অভিযোগ পেয়েছি এবং ভুক্তভোগীকে উদ্ধারে পুলিশ কাজ করছে।”

দর্শনার ছয়ঘরিয়ায় জমি দখলের চেষ্টা ও পেঁপে গাছ কর্তনের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামে প্রায় ছয় যুগেরও বেশি সময় ধরে ভোগদখলে থাকা জমি জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা, জমিতে থাকা পেঁপে গাছ কর্তন এবং লাগানো ঘাস কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে নজু গংয়ের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় এলাকায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা বিরাজ করছে। ঘটনার পর সুষ্ঠু বিচার ও পারিবারিক নিরাপত্তা চেয়ে দর্শনা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে দলিল সূত্রে জমিটির মালিক বাবর আলীর সন্তানরা। তবে কয়েক মাস ধরে আক্কাস আলীর ওয়ারিশগণের সঙ্গে অপর পক্ষের বিরোধ সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে স্থানীয়ভাবে একাধিকবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং থানায় বসে আপস-মীমাংসাও করা হয়। একই সঙ্গে বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। জমির মালিকানা ও দখল নিয়ে দুই পক্ষের বিরোধের জেরে যেকোনো সময় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।

ভুক্তভোগী বাবর আলীর ওয়ারিশ মো. রাজু আহমেদ জানান, তার বাবা ও চাচারা তাদের বড় চাচা মো. জাবের আলীর কাছ থেকে সাব-কবলা রেজিস্ট্রি দলিলের মাধ্যমে মোট ৪.৪৩ একর জমি বৈধভাবে ক্রয় করেন। প্রায় ৭৪ বছর ধরে ওই জমি তাদের পরিবার শান্তিপূর্ণভাবে ভোগদখল করে আসছে এবং সেখানে চাষাবাদ করছেন।

কিন্তু একই গ্রামের আক্কাস আলীর ওয়ারিশগণ মো. নজরুল ইসলাম (নজু), মো. আহসান হোসেন (আসান), মো. বাদল, মো. আব্দুর রাজ্জাক, মো. সাইদুল, মো. সাইফুল, মো. শরিফুল ইসলাম (শরীফ), মো. আসাদুল ইসলাম, মো. মোয়াজ্জেম হোসেন (তেলু), মো. সিরাজুল ইসলাম, মো. আরিফুল ইসলাম ও মো. ছানোয়ার হোসেন (ছানু) ২০২৫ সালের আগস্ট মাস থেকে জোরপূর্বক জমি দখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, বিবাদীরা একাধিকবার জমিতে জোরপূর্বক প্রবেশ করেছে, চাষাবাদে বাধা দিয়েছে এবং বিভিন্ন সময় ভয়ভীতি ও হুমকি দিয়ে আসছে। তবে তারা যদি প্রকৃত মালিক হয়, তাহলে কাগজপত্র দেখিয়ে আইনি বা সামাজিকভাবে বিষয়টি সমাধান করতে পারে। কিন্তু ফসল নষ্ট করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

অভিযোগে বলা হয়, গত শুক্রবার ছয়ঘরিয়া মাঠে বিবাদীরা জোরপূর্বক জমি দখলের চেষ্টা চালায় এবং জমিতে থাকা পেঁপে গাছ কেটে ও লাগানো ঘাস তুলে নিয়ে যায়।

এর আগে ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে রাজু, তার বাবা আব্দুর রশিদ ও চাচাতো ভাই মিলন জমি চাষ করতে গেলে নজু গংয়ের লোকজন সেখানে গিয়ে তাদের মারধর করে জোরপূর্বক জমি থেকে বের করে দেয় এবং চাষাবাদ বন্ধ করে দেয় বলে অভিযোগ করা হয়।

এছাড়া ১০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে পারকৃষ্ণপুর মৌজার ময়না গাড়ি মাঠে অবস্থিত আরেকটি জমিতে একইভাবে আব্দুর রশিদ, রাজু ও মিলনকে মারধর করে জমি থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অবৈধ ভূমি দখলের বিষয়টি স্থানীয় থানা বিএনপির সভাপতির কাছে জানানো হলে তিনি গত ৩ জানুয়ারি ২০২৬

তারিখে উভয় পক্ষকে নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে উভয় পক্ষের কাগজপত্র যাচাই করা হয়। ভুক্তভোগীরা তাদের বৈধ দলিল উপস্থাপন করলেও অভিযুক্ত পক্ষ জমির মালিকানার কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেনি বলে দাবি করা হয়। এ সময় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অভিযুক্তদের অবৈধভাবে জমি দখল থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন।

পরে নিরুপায় হয়ে ভুক্তভোগীরা ৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপারের কাছে লিখিতভাবে আইনগত সহায়তা চান। পুলিশ সুপার বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। পরে থানায় উভয় পক্ষের কাগজপত্র যাচাই করে বাবর আলীর ওয়ারিশদের দখলে জমি থাকবে মর্মে আপস-মীমাংসা করা হয়।

তবে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, আপসনামায় স্বাক্ষরের পরও বিবাদীরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে পুনরায় জমিতে চাষাবাদে বাধা দিচ্ছে এবং প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে।

শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সম্ভাব্য সংঘাত এড়াতে ভুক্তভোগী পক্ষ ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৫ ও ১০৭ ধারায় চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করেছেন বলে জানা গেছে।

অভিযুক্ত নজু বলেন, “আমাদের জমি ফাঁকি দিয়ে তারা কাগজপত্র করে দীর্ঘদিন ভোগদখল করে আসছিল। এখন আমরা কাগজপত্র পেয়ে আমাদের পাওনা জমি দখলে নিয়েছি।”

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) মো. হিমেল রানা বলেন, “জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

বিষয়টির সুষ্ঠু সমাধানে ভুক্তভোগী ও এলাকাবাসী প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।